সংবাদ

তারিখ 14 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

তথ্যপ্রযুক্তি

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের স্যামসাংয়ের সনদ বিতরণ

স্যামসাং ইলেক্ট্রনিক্স বাংলাদেশ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ "অ্যারাইজ" প্রোগ্রাম সম্পন্নকারী ৭২ জন গ্রাজুয়েটের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করে। অ্যারাইজ (অ্যাডভান্সড রিপেয়ার এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট) হচ্ছে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য ৬ মাসের দীর্ঘ মেয়াদী মৌলিক কারিগরি দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব উন্নয়নের একটি প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের আওতায় স্যামসাং বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ উপাদান দিয়ে ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরিটিকে নতুন করে সাজিয়েছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার চুন সু মুনসহ অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাগণ। স্যামসাং তার ক্রিয়েটিং শেয়ারড ভ্যালু প্রোগ্রাম এর অংশ হিসেবে স্যামসাং ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক ও উন্নতপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ ল্যাব এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ট্রেনিং প্রদানের জন্য ক্লাসরুম স্থাপন করে। কোর্স সম্পন্ন হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের স্যামসাংয়ের সার্ভিস সেন্টারে ১ মাসের ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির জন্য দক্ষ জনশক্তি এবং কর্মসংস্থান তৈরি, বিশেষ করে কারিগরী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজে অবদান রাখা। স্যামসাং এই সেক্টরের চাহিদানুযায়ী "অ্যারাইজ" প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করছে। প্রাথমিকভাবে ৭৫ জন ছাত্র এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে ভর্তি হয়, যাদের মধ্যে ৭২ জন পাস করে সার্টিফিকেট গ্রহণ করে। ইতোমধ্যেই ৩২ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়েছেন, যার মাঝে ১২ জন স্যামসাং সার্ভিস সেন্টারে কর্মরত।

স্যামসাংয়ের সার্ভিস সেন্টারে কর্মরত "অ্যারাইজ" প্রোগ্রাম এর একজন গ্রাজুয়েট রাজিব আহমেদ বলেন, "আমি গ্রাজুয়েশন পরবর্তী বর্তমান বাজারে চাকরি পাওয়া নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু স্যামসাং এর তত্ত্বাবধানে "অ্যারাইজ" প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার পর স্যামসাং এর সার্ভিস সেন্টারেই আমি চাকরি পাই। কোর্স সম্পন্ন করার পরপরই চাকরি পাওয়া ছিল আমার জন্য একটি স্বপ্ন।" বেঙ্গল কমিউনিকেশনস এ কর্মরত আরেকজন গ্রাজুয়েট ওমর ফারুক রাসেল বলেন, "এ ধরনের সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে অনেক ধন্য মনে করছি। প্রায়ই আমরা অন্যদের সাহায্যে নিজেদের ভিতরের সুপ্ত ক্ষমতা বুঝতে পারি। এই "অ্যারাইজ" প্রোগ্রামটি চাকরির বাজারে নিজেদের সক্ষমতা প্রমানে আমাদেরকে সাহায্য করেছে।" সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে আওয়ার অফ কোড

'আমিও একদিন প্রোগ্রামার হবো' এমন ইচ্ছা আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশের (এআইইউবি) কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রাফসানের। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান আওয়ার অব কোড এর ফলে রাফসানের মতো অনেকেই প্রোগ্রামার হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।

বাংলাদেশে প্রোগ্রামিং শিক্ষায় উৎসাহ দিতে কোডারস্ট্রাস্টের উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও চলছে 'আওয়ার অব কোড'। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ, নর্দান ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিসহ ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে প্রোগ্রামিং শেখার এ আয়োজন। এছাড়া বিডি জবস ও ছাগো ফাউন্ডেশনেও চলছে আওয়ার অব কোড। কোডারস্ট্রাস্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা জন-কায়ো ফেবিগ বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রচুর সাড়া পাচ্ছি। আমি মনে করি শুধু প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য নয়; যেকোনও সমস্যা সমাধান করতে প্রোগ্রামিং দক্ষতা দরকার। তাই শিক্ষার্থীদের শুরু থেকেই কম্পিউটার প্রোগ্রামিং চর্চা করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে আমাদের এ আয়োজন চলবে। এতে অংশ নিতে (www.coderstrust.com/hourofcode) ওয়েবসাইটে যেতে হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

যাত্রা শুরু করল বিডি হোটেল বুকিং

পর্যটকদের সময় বাঁচিয়ে তাদের অবকাশ-অ্যাডভেঞ্চার-উৎসব উদযাপনকে সহজ করতে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ শুরু করেছে বিডি হোটেল বুকিং। গত ২৯ নভেম্বর থেকে সাইটটি কার্যক্রম শুরু করেছে। এখানে মোবাইল ফোন অথবা ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে সহজেই দেয়া যাবে বুকিং। পর্যটন স্পট সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য মিলবে এ সাইটে। পর্যটকদের ডায়েরি থেকেও জেনে নেয়া যাবে দরকারি তথ্য। সাইটটির ম্যানেজিং পার্টনার তারেক এম হাসান বলেন, বিডি হোটেল বুকিং একটি পূর্ণাঙ্গ সাইট হবে। যেখান থেকে সহজেই পর্যটকরা তাদের জন্য নিরাপদ হোটেল, রিসোর্ট, বাংলো বাছাই করে বুকিং করতে পারবেন। একই সাথে পর্যটন এলাকার সমসাময়িক নিরাপত্তা তথ্যও পাওয়া যাবে এখানে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে বিডি হোটেল বুকিং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। হোটেল বুকিং-এ কোনো ধরণের চার্জ নেয়া হবে না। থাকবে এক্সক্লুসিভ ডিল।

স্টার্টআপ বিজনেস হিসাবে বিডি হোটেল বুকিং-এর যাত্রা। অভ্যন্তরীণ পর্যটন শিল্পের সাথে দেড় দশকের কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে ক্রম বিকশমান প্রযুক্তির সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যই এ উদ্যোগ নিয়েছে তারেক এম হাসান ও তার সহযোগিরা। এর উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ পর্যটন আবাসন ও ভ্রমণ নিশ্চিত করা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।